দৈনিক ই.কিলাব

তারিখ ... JUL. 4 1999
পৃঃ 1 কলাম 2

153

দেশব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত

মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত থেকে বিরত না হলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে সরকারের বহুমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অবিলম্বে মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত থেকে বিরত না হলে জনগণ এ সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিও বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য নোয়াখালী আঞ্চলিক জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা কোন দিন বন্ধ হবে না বরং আরো সাম্প্রসারিত হবে। শিক্ষামন্ত্রীও জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছিলেন। মাদ্রাসা বন্ধ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না বরং সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে; তাদের সেই ঘোষণা সত্ত্বেও আজ বিভিন্ন অজুহাতে মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিলের আদেশে সকলের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিলের আদেশ বাতিল করে মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী সহজ পন্থায় প্রাপ্তির জন্য তারা সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবানা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা আমিনুল্লাহ, মাওলানা আঃ কুদ্দুস ভুঞা, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা আবুল কাসেম, মাওলানা রফিকুল হক, মাওলানা আঃ রউফ, মাওলানা আহম্মদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা আঃ মালেক, মাওলানা করিমুল মোস্তফা, মাওলানা হারুন প্রমুখ।

মাদ্রাসা বন্ধের সকল ষড়যন্ত্র তৌহীদী জনতা প্রতিহত করবে। মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করে ছাড়বে। মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যারাই ষড়যন্ত্র করবে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে। গতকাল (শনিবার) পল্টন মোড়ে মাদ্রাসা বন্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভ

১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ মাদ্রাসা বন্ধের প্রতিবাদে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ গতকাল রাজধানীতে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে

সং পৃঃ দ্র

মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত থেকে বিরত না হলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে বক্তাগণ একথা বলেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক মুহাম্মদ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ লুৎফর রহমান। আব্দুল্লাহ আল আরিফ, আমিনুল ইসলাম, নূরুল আমিন। তারা বলেন, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এ আওয়ামী সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করবে। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় আহবায়ক আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত গণসংযোগ ও ২০ তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সমাবেশ শেষে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল পল্টন মোড়, জিরো পয়েন্ট, প্রেসক্লাব, দৈনিক বাংলা হয়ে বায়তুল মোকাররমে এসে শেষ হয়।

বাংলাদেশ আহলুছ ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত ছুন্নী ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ হাফেজ মাওঃ আবদুল হামিদ আল কাদেরী (বড় মগবাজারের পীর সাহেব কেবলা) ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে শিক্ষক-কর্মচারীদের শান ও মানকে খাট করে বেতন-ভাতা বন্ধের নোটিশ দেয়া হয়েছে বিনা শর্তে অবিলম্বে সে সকল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান করে বেতন-ভাতা পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রত্যাহারকৃত মাদ্রাসা স্বীকৃতি এবং বেতন-ভাতা চালু করলেই চলবে না বরং মাদ্রাসার শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণে অনতিবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ বদিউজ্জামানকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। সকল মুসলিম জনতাকে সঙ্গে নিয়ে তুমুল আন্দোলনে লিপ্ত হব।

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেজ আবু তাহের বলেছেন, ইসলামী শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করা জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী আওয়ামী সরকার শত শত মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করেছে। এ সরকার ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। তারা চায় এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে। এ দেশের ৯০ ভাগ মুসলমান তা করতে দেবে না। দ্বীনের খাতিরে বাংলার লাখো তওহীদী ছাত্র-জনতা যে কোন মূল্যে মাদ্রাসা শিক্ষা রক্ষার জন্য প্রস্তুত।

ইসলামী দলের সভাপতি মাওলানা একেএম ফারুক এক বিবৃতিতে বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেশ কিছু স্বনামধন্য মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন-ভাতা বাতিলের আদেশে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ হতাশ হয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সার্ভের নাম করে বিভিন্ন অজুহাতে এসব করা হয়েছে। তিনি বলেন, কিছু নাস্তিক, ইসলামী শিক্ষা বিনষ্টকারী সুকৌশলে এদেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে তুলে দিতে চায়। তিনি অবিলম্বে যে সকল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিল করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সহজ উপায় ছাড় করার জোর দাবী জানান।

গতকাল ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মজলিসে আমেলার নিয়মিত বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বৈঠকে কোন রকম সুযোগ দানের পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার মঞ্জুরি বাতিল ও অনুদান বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, এই সরকার ক্ষমতায় এসেই একের পর এক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ঈমান-আকীদাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। শিখা চিরন্তন মূর্তি স্থাপন করে জাতিকে পৌত্তলিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া কাওমী ও আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতিকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বৈঠকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয় যে, ভারতের সেবাদাসত্ব ও বর্ণচোরা বুদ্ধিজীবী ও এনজিওদের খুশী করার মানসে সরকার যদি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে তাহলে দেশের তৌহিদী জনতা এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে এবং কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। বৈঠকে অবিলম্বে সকল মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয়, অন্যথায় এর দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

বৈঠকে দলমত নির্বিশেষে সকল ইসলামপ্রিয় মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উদাত্ত আহবান জানানো হয়। আন্দোলনের অন্যতম নায়েবে আমীর মাওঃ মোস্তফা আল হোসাইনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন মহাসচিব মাওঃ নূরুল হুদা ফয়েজী, যুগ্ম মহাসচিব মাওঃ এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন, সহকারী মহাসচিব মাওঃ সাইফ উদ্দিন ইয়াহইয়া, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন্দ, মাওলানা সুরুজুজ্জামান।

[illegible] ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এনডিএ)র চেয়ারম্যান এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, মহাসচিব এডভোকেট আবদুল মোবিন, প্রেসিডিয়াম সদস্য এডঃ আবু বকর সিদ্দিক, ওয়ালিউল্লাহ মিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী চক্রান্তের সমালোচনা করে বলেন, বতমান সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর থেকে এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতির বিরুদ্ধে এক দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। তারা বলেন, অলি-আউলিয়া পীর-মাশায়েখের পুন্য ভূমিতে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এদেশের তৌহিদী জনতা কখনও মেনে নেবে না।

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার, ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক মাদ্রাসাসমূহের এমপিওভুক্তি বাতিল ও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন, জনগণের নিকট প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াদা করেছিলেন এ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তাদের প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে বহু মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র পাকা-পোক্ত করা হয়েছে। অপর দিকে অস্ত্র তল্লাসীর নামে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের হয়রানি এবং মিথ্যা অস্ত্রের মামলা দায়ের করে উলামায়ে কিরামকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চালানো হয়। ভয়ভীতি দেখিয়ে, সামনে অস্ত্র রেখে ছবি তুলে টেলিভিশনে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে, করি হত্যার নাটক সাজিয়ে, যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে [illegible]

অবহেলিত রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। বিবৃতিতে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান এবং অনতিবিলম্বে মাওলানা আহমদ সাদেক, মাওলানা মুনিরুল ইসলাম মদীনা হুজুর ও মাওলানা নজরুল ইসলামসহ গ্রেফতারকৃত সকল আলেমকে মুক্তি দেয়ার এবং মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

দ্বীনি শিক্ষার একমাত্র বাহন মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতনভাতা বন্ধ করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি, এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সাতক্ষীরা জেলার ৩৬টি এবং রংপুরের দু'শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও বেতনভাতা বন্ধ করার ঘটনার মধ্যদিয়ে আওয়ামী বাকশালী সরকার তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহীতার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহমদ আবদুল কাইয়ুম ও অর্থ সম্পাদক কাওছার আবদে রাব্বী গতকাল এক বিবৃতিতে মাদ্রাসা বন্ধে আওয়ামী ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, অবিলম্বে মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত বন্ধ করা না হলে জনগণ আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত সংগঠন 'মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম' কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়, বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার লক্ষ্যেই সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ও সেনা প্রতিরক্ষা ধ্বংসের চক্রান্ত করছে। সভায় এইমর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়, ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হাত দিলে সারাদেশে আগুন জ্বলবে। হিন্দুস্থানী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যাতে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে না উঠে এ কারণেই ক্ষমতাসীন ভারতীয় দালাল সরকার ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চায়। গতকাল (শনিবার) বিকালে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম'-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সংগঠনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী সভাপতি রানা সাহেদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান মান্নান, সহ-সভাপতি লুৎফুল খবীর, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ মুজাম্মেল হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা আবুল কাশেম, আকবর মোহাম্মদ, মোঃ নূর আলম, জহিরুল ইসলাম কলিম, কাজী আহসান কবির পলাশ, আজম তারেক, তালুকদার নাছির, তরিকুল ইসলাম অমি, আমিনুল ইসলাম ঢালী রিপন প্রমুখ।